জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন গৃহীত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ছাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০·০—

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।
মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

শ্যামা দন্তমঞ্জন

দন্ত রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৬ষ্ঠ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১লা চৈত্র বুধবার ১৩৫৬ ইংরাজী 15th Mar. 1950 | ৪১শ সংখ্যা

মণ্ডলপুর

গঙ্গাধর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

আমি রামপুরহাট টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া স্বনামধন্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ কবিরত্নের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া স্বগ্রামে এই ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছি। এখানে নানাবিধ অরিষ্ট, আসব, তৈল, ঘৃত, চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ঔষধ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখি। বিদেশী রোগিগণের থাকিবার সুব্যবস্থা আছে। গরীব রোগিদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে যত্নসহকারে ব্যবস্থা দিয়া থাকি। অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি রোগী আমার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রজিষ্টার্ড কবিরাজ শ্রীস্বয়ম্ভুপদ বিদ্যারত্ন
আয়ুর্ব্বেদরত্ন ও বিশারদ
কবিরাজ ৺অবনীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের পুত্র
মণ্ডলপুর, পোঃ বাড়ালা, মুর্শিদাবাদ।

৪২এর অধ্যায়—

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে "হিন্দুস্থান" এর বিচিত্র ও বিস্ময়কর ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বলতর নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। ইহা একদিকে যেমন হিন্দুস্থানের অবিচ্ছিন্ন বহুমুখী জনসেবার পরিচয় প্রদান করে, অপর দিকে তেমনি তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধনের সহায়ক হিসাবে জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের উপর কতখানি আস্থাবান ও নির্ভরশীল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই আস্থা ও নির্ভরশীলতা যে উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতেছে, সোসাইটির গত ১৯৪৮ সালের হিসাব-নিকাশেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়:—

নূতন বীমা	১৩,১৮,৫৭,২৫৮৲
মোট চলতি বীমা	৬৩,৪২,২৬,৯৫৯৲
প্রিমিয়ামের আয়	২,৯৫,৮০,৪৫৪৲
বীমা তহবীল	১২,০৭,২০,৪৬১৲
মোট সম্পত্তি	১৩,৪১,৫১,০০৭৲
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর পরিমাণ (১৯৪৮)	৬৭,৭১,৪৪৬৲

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড.
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা চৈত্র বুধবার সন ১৩৫৬ সাল।

বাংলার নেতৃত্ব

—:০:—

পূর্ব্ববঙ্গের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে যাঁহারা "যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি" বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন, নেহেরুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আস্ফালন স্তব্ধ হইয়া সর্ব্বত্রই বিজ্ঞতর প্রজ্ঞার উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যে সকল প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করিয়া স্মারকলিপি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা কোন গরম পন্থার উল্লেখ না করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের শরণার্থীদের নিরাপদে সরাইয়া আনার প্রস্তাবই উত্থাপন করিয়াছেন। অন্ততঃ বিভিন্ন সাহায্য প্রতিষ্ঠানের মারফৎ তাঁহাদের এই ধরণের মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। উত্তেজিত হইয়া যে যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন, বাঙালী সুস্থ মস্তিষ্কে শান্তির পথই খুঁজিবার চেষ্টা করে। আসল সমস্যার সমাধান কি ভাবে হইবে, তাহাই বিবেচনার বিষয়। পণ্ডিতজী কলিকাতা পৌঁছিয়াই পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার ও ত্রিপুরার ঊর্দ্ধতন সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের প্রধান মন্ত্রিগণের সঙ্গেও তাঁহার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। ভারতের সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি সচিব শ্রীযুক্ত মোহনলাল সাকসেনাও কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আয়োজন উদ্যোগ হইতে ইহাই মনে হইতেছে যে, যাহারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিতে পারিবে, উল্লিখিত কয়েকটী রাজ্যে পণ্ডিতজী তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করার কথাই চিন্তা করিতেছেন বলিয়াই মনে হয়। তিনি নিজে ব্যাপক লোকাপসারণের পক্ষপাতী নহেন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যাহারা আসিতে চায়, তাহাদিগকে আসিতে দিতে হইবে এবং তাহাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে—ইহাকেই তিনি নীতি হিসাবে গ্রহণ করিবেন, তাঁহার কথার ভাবে তাহাই অনুমান করা যায়। পূর্ব্ববঙ্গের সমস্যাকে পণ্ডিতজী সর্ব্বভারতীয় সমস্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শরণার্থীদের সাহায্যের দায়িত্ব কেন্দ্র হইতে গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার কথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে চাহেন শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নহে, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাতে যাহাতে বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতি করান হয়, তাহার নির্দ্দেশই দিবেন বলিয়া মনে হয়।

ইতিমধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ বাস্তুহারাকে পশ্চিমবঙ্গে স্থান দিতে হইয়াছে। এইবার কার ধাক্কায় যে কত লক্ষ লোক আসিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। কাজেই এই ব্যাপারে কেন্দ্রকেই এই বিরাট দায়িত্ব না লইলে উপায় নাই।

যাহারা পাকিস্থানের সীমানার এ পারে আসিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাদের ব্যবস্থা ইহাই হইবে। যাঁহারা এখনও পূর্ব্ববঙ্গে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন ও হইবেন পণ্ডিতজী তাঁহাদের ব্যবস্থা কি করিবেন? হতাহতের সংখ্যার নিরূপণ কে করিবে? কত নারী অপহৃতা ও ধর্ষিতা হইয়াছেন—তাহার সংবাদ কিভাবে জানা যাইবে? শোনা যাইতেছে—পাকিস্থানের নিকট পণ্ডিত নেহেরু ক্ষতিপূরণ দাবি করিবেন। পাকিস্থানের শাসকগণকে যাঁহারা বিশেষভাবে জানেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন—এই প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর তাঁহাদের নিকট হইতে কি মিলিবে।

যাহারা পাকিস্থান ত্যাগ করিয়া আসিতে উদ্‌গ্রীব অথচ আসিতে পারিতেছে না তাহাদের ভয় ও বিপদ হইতে মুক্তি দিবার পথ কি? সমাজতন্ত্রী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বলিয়াছেন ভারতের সকল শান্তিপূর্ণ প্রয়াসই যদি বিফল হয়, পাকিস্থান যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে নাই পারে তাহা হইলে পূর্ব্ব বঙ্গে ভারতের সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়া তাহাদের লইয়া আসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না—ইতিপূর্ব্বে ভারতের পক্ষ হইতে পাকিস্থানকে যে সৈন্য সাহায্যের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহার প্রয়োজন নাই বলিয়া পাকিস্থান তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর মনে আর একটী প্রশ্নের উদয় না হইয়া পারে না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় দুই জন বাঙালী মন্ত্রী রহিয়াছেন। বাঙালীর এই চরম দুর্দ্দিনে তাঁহারা কি করিতেছেন, তাহা জানিবার দাবি বাঙালী মাত্রেই করিতে পারে। বাঙলার নেতৃত্বের আজ সত্য সত্যই অভাব দেখা দিয়াছে। এই অবস্থায় আমরা মাননীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করি—তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় বসিয়া বাঙালীর জন্য কোন কিছু করিবার সুযোগ না পান, অবিলম্বে মন্ত্রীত্বের উচ্চ আসন পরিত্যাগ করিয়া অভাগিনী বঙ্গমাতার বুকে ফিরিয়া আসুন। তিনি যদি এই সঙ্কটে বাঙ্গালীকে কর্ম্মশীলতার পথে চালাইতে পারেন, তাহা হইলে আজ সারা বাঙলা দেশ তাঁহাকে অকুণ্ঠচিত্তে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসরণের প্রয়াস পাইতে পারে। বাঙালীর বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আজ যখন সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে, তখন বাংলা দেশ পরিচালিত করিবার কোনও নেতৃত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

বাঙলার মধ্যে বাঙলার নেমকভোগী কত নেমকহারাম যে কোলে বসিয়া বুকে ছোরা মারিবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা বড় কম নয়। আজ প্রাদেশিক সরকারের সাবধানতার উপর সাবধানতা অবলম্বন না করিলে ঘরের ষাঁড়ে পেট ফাড়িয়া দিবে। পোষা কুকুরের কামড়ে মরিতে হইবে।

অগ্নিকাণ্ড

১লা চৈত্র বুধবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ সহরের সন্নিকটস্থ আইলের উপর গ্রামের মুসলমান পল্লীতে আগুন লাগিয়া ২৫।৩০ খানি ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। উক্ত পল্লীর মাজুম সেখের বাড়ীর উনান হইতেই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সংবাদ পাইয়া মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলে গমন করেন।

কয়েক দিন পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ সহরের অনতিদূরবর্ত্তী নয়াগ্রামে আগুন লাগিয়া ১৫।১৬খানি ঘর পুড়িয়া গিয়াছে।

পান্থশালা

(একাঙ্ক—নাটিকা)

সাহেব—(স্বগতঃ) নাঃ এই জংলী দেশের লোককে সভ্য করার চেষ্টা করা বৃথা। এক বেটা এর মধ্যে এমন মীন (mean—হীন) যে কোন ভাল কাজ করতে গেলেই, সে বাধা দিবার জন্য তৈরী হ'য়ে আছে।

(জনৈক বৃদ্ধ আশ্রয়প্রার্থী পথিকের প্রবেশ)

সাহেব—এ বুঢ্ঢা তোম্ ইধার কাঁহা যায়েগা?

বৃদ্ধ—(স্বগতঃ) সাহেবরা এ দেশ ছেড়ে চলে' গেছে, তাই জানি। তবে কি এটা সাহেবের প্রেতাত্মা নাকি! (প্রকাশ্যে) এইখানে এক ধার্ম্মিক দাতা লোক বিদেশী নিরাশ্রয় পথিকের জন্য এক পান্থশালা তৈরী করে দিয়েছেন, আমি অনেক দিন আগে, থেকে গেছি। সেইখানে আজ থাকবো।

সাহেব—তুমি বাঙালী? তবে বাংলাতেই বলি সে ঘর এখন আমাদের হাতে। আমরা সেখানে "রিক্রিয়েশন" হল করেছি। আর সেখানে কেউ থাকতে পায় না।

বৃদ্ধ—সামান্য ইংরাজী জানি—"ক্রিয়েশন" মানে সৃষ্টি। তবে "রিক্রিয়েশন" মানে বোধ হয় সৃষ্টির উপর সৃষ্টি। খোদার উপর খোদকারী। সাহেব! তা বেশ করেছ। আমাদের বাড়ী পাড়াগাঁয়ে। বহুকাল আগে আমাদের গাঁয়ের বাবুদের একটী কল্‌কাতা হ'তে বউ এসেছিল। সে সাধারণ মেয়েদের মত মাঠে পায়খানায় যেতে পারতো না। যার বউ সে ছোকড়া তার পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের শিবটিকে উঠিয়ে গাছতলায় রেখে দিয়ে, মন্দিরকে বউ-এর শৌচাগারে পরিণত করে' স্বর্গীয়া পিতামহীর কীর্ত্তিকে আরও উজ্জ্বলা করে' ফেলেছিল। বেশ সাহেব, পান্থশালায় পান্থ বাদ গিয়েছে এখন তোমরাই থাকো।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই এপ্রিল ১৯৫০

১৯৪৯ সালের ডিক্রীজারী

৭৮৭ খাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দেং কোবাদ খলিফা দিং দাবি ২০৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জয়রামপুর ১৬ শতকের কাত ২॥৶০ আঃ ৫৲ খং ৩১০

৮৪৩ খাং ডিঃ অশ্বিনীকুমার সরকার দেং টুলু-বালা দাসী নাবালিকা পক্ষে অলি এয়ো মাতা দামিনী দাসী দাবি ১৬।৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কানুপুর ১-৪৬ শতকের কাত ২৸৶০ আঃ ২৲ খং ৪৫৭

৮৪৫ খাং ডিঃ ঐ দেং রামকৃষ্ণ দাস দিং দাবি ১৮॥৶৩ মৌজাদি ঐ ৩১ শতকের কাত ২৲ আঃ ৩৲ খং ৫৫৮

৮৪৭ খাং ডিঃ ঐ দেং যামিনী ঘোষ দিং দাবি ৩৫।৶৯ থানা ঐ মৌজে উমরপুর ১-৩৯ শতকের কাত ৭॥৶০ আঃ ৫৲ খং ৯৮

৮৩৬ খাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং প্রহ্লাদ-চন্দ্র দাস দিং দাবি ৫০॥৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দক্ষিণপাড়া ৩৪ শতকের কাত ২।৶৯ আঃ ৫৲ খং ৩২৪ রায়ত স্থিতিবান

৮০২ খাং ডিঃ শৈলবালা রায় দেং অনিলকুমার রায় দিং দাবি ৩৫৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চর দফরপুর ১-৯৭ শতকের কাত ৪৲ আঃ ১৫৲ খং ৪৫।২

৮৫১ খাং ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং একুব সেখ দিং দাবি ৩৭৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামদাসটুলী ২॥৪ বিঘার কাত ৪॥৶২॥০ আঃ ২৫৲ খং ১৬

৮৫২ খাং ডিঃ ঐ দেং মনসুর সাহ ফকির দাবি ১৮॥৶৩ থানা ঐ মৌজে চরকা ১০ শতকের কাত ১৸২ পাই আঃ ১০৲ খং ৪৬১ অধীনস্থ খং ৪৬২

৮২৫ খাং ডিঃ রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং নাথু মণ্ডল দিং দাবি ৬৮॥৶০ থানা রঘুনাথ-গঞ্জ মৌজে রমাকান্তপুর ৫-৫৯ শতকের কাত ২৭।১১ আঃ ১৫৲ খং ২০১ অধীনস্থ খং ২০২।২০৩ রায়ত স্থিতিবান

৩৪৬ খাং ডিঃ একজিকিউটর কুমার জ্ঞানেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ দিং দেং আবদুল রহমান বিশ্বাস দাবি ১২৬৲ থানা সুতী মৌজে ভেলিয়ান ৬-৬৯ শতকের কাত ১৯।৭ আঃ ৮০৲ খং ৭৪ রায়ত স্থিতিবান

[পর পৃষ্ঠা দেখুন।

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার জের)

৭৬৩ থাং ডিঃ বৃজা বিবি দেং ধনপতি দাস দিং দাবি ২৭৷৵০ থানা সুতী মৌজে বামুহা ১-৬৪ শতকের কাত ৪।/০ তন্মধ্যে দেন্দারের ১-২৩ শতক জমি আঃ ২৲ খং ১৬৪

৭৫৫ থাং ডিঃ অশ্বিনীকুমার সরকার দেং ধীরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী দিং দাবি ৪৪৸৵৩ থানা সুতী মৌজে মানিকপুর ৬-৬৯ শতকের কাত ৪৸/২ আঃ ১০৲ খং ২৩৮ রায়ত স্থিতিবান

৮২৯ থাং ডিঃ রাজেন্দ্রনাথ তেওয়ারী দিং দেং মথা বিবি দিং দাবি ৪১৷৵৬ থানা সুতী মৌজে হারোয়া ৮ শতকের কাত ৪৲ আঃ ৩৲ খং ১৪৬

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

১০ থাং ডিঃ বিদগ্ধগোপাল দাস দেং সরলাবালা দেব্যা দিং দাবি ১৫৷৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে এনায়েতনগর ৬ একরের কাত ১৮৲ আঃ ৬৲ খং ২১৮

৪১ থাং ডিঃ কুমার বীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর দেং শ্যামাপদ রায় দাবি ৭৩৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দিয়াড় রঘুনাথপুর ৩-৯৮ শতকের কাত ১১৸৵০ আঃ ২৫৲ খং ২৯

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২০শে মার্চ্চ ১৯৫০

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

২৫ থাং ডিঃ আইজান নেসা বিবি দেং আবদুল রাসিদ দিং দাবি ৯৮৷/৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে নিজ গাঙ্গাড্ডা ৩-৭৯ শতকের কাত ১৪৷০ আঃ ১০০৲ খং ২৬৩

২৬ থাং ডিঃ ঐ দেং হোসেন সেখ দিং দাবি ১১৮।/৯ মৌজাদি ঐ ৪-৬৬ শতকের কাত ৩০৵০ আঃ ১২৫৲ খং ১১৮

২৭ থাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল রসিদ দিং দাবি ২৯৸৵৩ মৌজাদি ঐ ৪৯ শতকের কাত ৩/৬ আঃ ২০৲ খং ২৭৫

২৯ থাং ডিঃ ঐ দেং রহমত সেখ দিং দাবি ২২।৵৬ মৌজাদি ঐ ২৪ শতকের কাত ২।/৬ আঃ ১৫৲ খং ১১২

বিখ্যাত কাটনীর চূণ

যাবতীয় ইমারতি কাজের ও পানে খাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট ১নং পাথর চূণ পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরিমলকুমার ধর
জঙ্গিপুর (ঠাকুরবাড়ীর সন্নিকট)

রঘুনাথগঞ্জ পাণ্ডত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত